"মিষ্টি বাচ্চারা -- সুখ - শান্তির বরদান এক বাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়, কোনো দেহধারীর কাছ থেকে নয়, বাবা এখন এসেছেন - তোমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির পথ বলে দিতে"

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে যাওয়ার এবং সৎযযুগের আদিতে আসার পুরুষার্থ কি ?

*উৎতরঃ - বাবার সঙ্গে যেতে হলে সর্ম্পূণ পবিৎর হতে হবে | সৎযযুগের আদিতে আসতে হলে অন্য সঙ্গের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে | অবশ্যই আৎম - অভিমানী হতে হবে | এক বাবার মতে চললে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে ।

*গীতঃ- নয়ন হীনকে পথ দেখাও....

ওম্ শান্তি | এই গান কে গেয়েছে ? বাচ্চারা, কেননা বাবা তো একজনই, তাঁকেই রচয়িতা বলা হয় | রচনা, তার রচয়িতাকে ডাকতে থাকে | বাবা বুঝিয়েছেন -- ভকিতমার্গে তো তোমাদের দুইজন বাবা | এক, লৌকিক, দ্বিতীয় হলো পারলৌকিক | সকল আৎমাদের বাবা একজনই | বাবা এক হওয়ার কারণে সকল আৎমা নিজেদের ভাই - ভাই বলে পরিচয় দেয় | তারা ওই বাবাকে ডাকে - ও গড ফাদার, ও পরমপিতা, দয়া করো, কষমা করো | ভকেতর রকষক এক ভগবানই | সবার প্রথমে তো এই কথা বোঝা উচিত - আমাদের দুইজন বাবা | এখন পারলৌকিক বাবা তো সকলেরই এক | বাকি লৌকিক বাবা প্রৎযেকেরই আলাদা - আলাদা | এখন লৌকিক বাবা বড়, নাকি পারলৌকিক বাবা বড় ? লৌকিক বাবাকে তো কখনোই ভগবান বা পরমপিতা বলবে না | আৎমার বাবা হলেন এক পরমপিতা পরমাৎমা | আৎমা নামের কখনোই কোনো পরির্বতন হয় না | শরীরের নামের পরির্বতন হয় | আৎমা ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে আসে র্অথাৎ পুর্নজন্ম গ্রহণ করে | অবশেষে কতো জন্ম পায় | তা বাবা এসেই বোঝান | বাচ্চারা, তোমরা নিজের জন্মকে জানো না | বাবা এই ভারতেই আসেন | তাঁর নাম শিব | বুঝতেও পারে যে, শিব হলেন পরমাৎমা | মানুষ শিব জয়ন্তী বা শিবরাৎিরও পালন করে | তিনি হলেন নিরাকার | আৎমাও যেমন নিরাকার, নিরাকার থেকে সাকারে আসে অভিনয় করতে | এখন নিরাকার শিব তো আর শরীর ছাড়া অভিনয় করতে পারেন না | মানুষ এইসব কথা কিছুই বুঝতে পারে না, নয়ন হীন | এই শরীরের দুই নেৎর তো সকলেরই আছে | তৃতীয় জ্ঞান নেৎর আৎমার নেই, যাকে দিবয চকষুও বলা হয় | আৎমা নিজের বাবাকে ভুলে গেছে, তাই ডাকতে থাকে - নয়নহীনকে পথ বলে দাও | কোথাকার পথ ? শান্তিধাম আর সুখধামের | সর্বের সদগতিদাতা, সদগুরু একজনই | মানুষ, মানুষের গুরু হয়ে সদগতি দিতে পারে না | না নিজে সদগতি পায়, আর না অন্যদের দিতে পারে | এক বাবাই সকলের সদগতি দেন | ওই অল্ফ র্অথাৎ বাবাকে স্মরণ করতে হবে | বাবা বোঝান যে - কোনো মানুষই মুকিত - জীবনমুকিত, শান্তি আর সুখ সদাকালের জন্য দিতে পারে না | সুখ - শান্তির বরদান তো এক বাবাই দিতে পারেন | মানুষ, মানুষকে দিতে পারে না | ভারতবাসী যখন সতোপ্রধান ছিলো, তখন সৎযযুগী স্বর্গবাসী ছিলো | আৎমা তখন পবিৎর ছিলো | ভারতকে স্বর্গ বলা হয় তখনই, যখন আৎমা পবিৎর ছিলো, সতোপ্রধান ছিলো ।

তোমরা জানো যে, বরাবর আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে স্বর্গ এবং সতোপ্রধান রাজৎব ছিলো | এই লকষ্মী - নারায়ণের রাজৎব ছিলো | এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, একে নরক বলা হয় | এই ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন খুবই ধনবান ছিলো | হীরে - জহরতের মহল ছিলো | বাবা বাচ্চাদের মনে করিয়ে দেন | আদি সৎযযুগে লকষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিলো | তাকে স্বর্গ বা বৈকুন্ঠ বলা হতো | বাবা বোঝান যে, এখন সেই স্বর্গ নেই | বাবা এই ভারতেই আসেন | মানুষ নিরাকার শিবের জয়ন্তীও পালন করে, কিন্তু তিনি কি করেন, এ কেউই জানে না | আমি আৎমাদের বাবা শিব, আমরা তাঁর জয়ন্তী পালন করি, কিন্তু বাবার বায়োগ্রাফিকেও জানে না | এমন গায়নও আছে যে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে | মানুষ ডাকে - ও গড ফাদার, দয়া করো | আমরা খুবই দুঃখী, কেননা এ হলো রাবণ রাজ্য | প্রৎযেক র্বষ রাবণকে জ্বালায়, তাই না, কিন্তু একথা কেউই জানে না যে, দশ মাথাওয়ালা রাবণ কে | আমরা তাকে কেন জ্বালাই, এ কেমন শৎরু, যে তার কুশপুৎতলিকা বানিয়ে জ্বালানো হয় | ভারতবাসী কিছুই জানে না, কেননা জ্ঞানের তৃতীয় নেৎর নেই, তাই তো রামরাজ্য চায় | স্ৎরীর মধেয পাঁচ বিকার আর পুরুষের মধেয পাঁচ বিকার, তাই এদের রাবণ সম্প্রদায় বলা হয় | এই পাঁচ বিকার রাবণই অনেক বড় শৎরু, যার কুশপুৎতলিকা বানিয়ে জ্বালায় | ভারতবাসীরা জানতেই পারে না যে, রাবণ কে, কাকে জ্বালানো হয় | এই রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছে এও কেউই জানে না | বাবা বোঝান যে - রামরাজ্য হলো সৎযযুগ এবং ৎরেতা | রাবণ রাজ্য - দ্বাপর এবং কলিযুগ | সৎযযুগে এই লকষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, এঁরা এই রাজ্য কোথা থেকে এবং কিভাবে পেয়েছিলো, এ কেউই জানে না | এ হলো বোঝার মতো কথা | এতে মনোযোগ দিতে হয় | বাবা হলেন অতি প্রিয়, তাই তো তাঁকে ভকিতমার্গে ডাকতে থাকে | ভারতে যখন এই লকষ্মী - নারায়ণের রাজৎব ছিলো, তখন দুঃখের নামমাৎর ছিলো না | এখন হলো দুঃখধাম, এখানে এখন কতো র্ধম | সৎযযুগে এক র্ধম ছিলো, এতো সব আৎমা কোথায় চলে যাবে, কেউই জানে না, কারণ সকলেই নয়ন হীন | শাস্ৎর থেকে জ্ঞানের তৃতীয় নেৎর কেউই পায় না | জ্ঞান নেৎর জ্ঞানের সাগর

পরমপিতা পরমাৎমাই প্রদান করেন । আৎমা তৃতীয় নেৎর পায় । আৎমা ভুলেই গেছে যে, সে কতো জন্ম নিয়েছে । সৎযযুগে যে দেবী দেবতার রাজ্য ছিলো, সেসব কোথায় গেলো ? এমন গায়নও আছে যে, মনুষ্য ৮৪ জন্মগ্রহণ করে । ৮৪ র চকর বলা হয়, কিন্তু কোন আৎমা ৮৪ জন্মগ্রহণ করে ? যারা প্রথমে ভারতে এসেছিলো, তাঁরাই ছিলো দেবী - দেবতা । এঁরাই আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করে অন্তিমে পতিত হয়ে যায় । এমন গেয়েও থাকে যে - হে পতিত পাবন, তাহলে সিদ্ধ করে যে, আমরা পতিত, তাই ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন, আমাদের পবিৎর বানাতে এসো । যে নিজেই পতিত, সে কিভাবে অন্যদের পবিৎর বানাবে । বাবা বোঝান -অর্ধেক কল্পের ভকিতমার্গে রাবণ রাজ্য, পাঁচ বিকার থাকার কারণে ভারত এতো দুঃখ পেয়েছে । ৮৪ জন্ম তো নেয়ই । তার হিসাবও বোঝা উচিত । প্রথম - প্রথম সৎযযুগে থাকে সতোপ্রধান, তারপর ৎেরতাতে থাকে সতো, আৎমায় খাদ জমা হয় । বাবা এই ভারতেই আসেন । শিব জয়ন্তী আছে, তাই না । আর সমস্ত আৎমা তো গর্ভে জন্ম নেয় । বাবা বলেন যে, আমি সাধারণ বৃদ্ধ তনে প্রবেশ করি, যার এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । এ কখনো একজনকে বোঝানো হয় না । এ হলো গীতা পাঠশালা । এখানে মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য এই রাজযোগ শেখানো হয় । তোমরা এখানে এসেছো স্বর্গের এই বাদশাহী প্রাপ্ত করার জন্য, যা একমাৎর বাবাই দিতে পারেন । গীতা পাঠ করে কেউই রাজা হয় না, আরো দরিদ্র হয়ে যায় । বাবা তোমাদের গীতার জ্ঞান শুনিয়ে রাজা করেন, অন্যদের কাছে গীতা শুনে দরিদ্র হয়ে গিয়েছিলে ॥ ভারতে যখন এই লকৰ্মী - নারায়ণের রাজৎবকাল ছিলো তখন পবিৎরতা, শান্তি, সম্পদ ছিলো, পবিৎর গৃহস্থ আশ্রম ছিলো । ওখানে হিংসার নামমাৎর ছিলো না, তারপর দ্বাপর থেকে শুরু করে হিংসা শুরু হয়েছে। কাম কাটারি চালিয়ে তোমাদের এমন অবস্থা হয়ে গেছে । সৎযযুগে একশো শতাংশ সলভেন্ট ছিলো, সতোপ্রধান ছিলো । এই রহস্য কোনো মানুষ অথবা সাধু - সন্তরাও জানে না । বাবা, যিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন, উনি এসেই সতোপ্রধান হওয়ার যুকিত বলে দেন । রাবণের মতে চলে মানুষের দেখো কি হাল হয়ে গেছে । রাজারাও, যারা পবিৎর রাজা ছিলো, তাঁদের চরণে গিয়ে পড়ে, আর মহিমা করে - আপনি র্সবগুণ সম্পন্ন, আমরা নীচ - পাপী । আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই, তুমিই দয়া করো । তুমি এসে আমাদের মন্দিরের উপযুকত বানাও । কেউই বুঝতে পারে না যে, বাবা কিভাবে এসে আবার দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরাই সেই দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলাম । আমরাই সেই কষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছিলাম, এতো জন্ম নিয়েছিলাম, এখন সেই ৮৪ জন্ম সর্ম্পূণ হয়েছে । এবার দুনিয়ার চকর আবার ঘোরার প্রয়োজন, তাই তোমাদের পবিৎর এখানেই হতে হবে । পতিত তো সুখধাম বা শান্তিধামে যেতে পারে না । বাবা বোঝান যে, তোমরা যে সতোপ্রধান ছিলে, তারাই তমোপ্রধান হয়ে গেছো । গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজে এসেছো, আবার তোমাদের গোল্ডেন এজের হতে হবে, তখনই মুকিতধাম, সুখধামে যেতে পারবে । ভারত সুখধাম ছিলো । এখন তা দুঃখধাম । গানেও শুনেছো - আমার মতো নয়নহীনকে পথ বলে দাও -----আমি আমার শান্তিধামে কিভাবে যাবো । ওরা তো বলে দেয় - পরমাৎমা তো র্সববযাপী, অমুক অবতার, পরশুরাম অবতার । এখন বাবা পরশুরাম হয়ে কাউকে মারবেন কি ? এ হতে পারে না । বাবা বোঝান - তোমরা এই চকের কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছো । এখন আমি অল্ফ (আল্লাহ)কে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো । হে আৎমারা, তোমরা দেহী অভিমানী হও । দেহ অভিমানী হয়ে তোমরা সর্ম্পূণ দুঃখী, কাঙ্গাল, নরকবাসী হয়ে গেছো । যদি স্বর্গবাসী হতে হয় তাহলে অবশ্যই আৎম অভিমানী হতে হবে । আৎমাই এক শরীর ৎযাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । এখন ৮৪ জন্ম সর্ম্পূণ হয়ে এসেছে, এখন সৎযযুগ আদিতে যেতে হবে । এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর অন্যদের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো । গৃহস্থ জীবনেই থাকো, কিন্তু নিজেকে আৎমা নিশ্চিত করো । আৎমাই এক শরীর ৎযাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । এখন তোমাদের দেহী অভিমানী হতে হবে, তাই আমাকে যদি স্মরণ করো তাহলে সব খাদ জ্বলে যাবে । তোমরা পবিৎর হয়ে যাবে, আমি তখন সব বাচ্চাদের ঘরে নিয়ে যাবো । আমার মতে যদি না চলো তাহলে এতো উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । এই লকৰ্মী নারায়ণের হলো উচ্চ পদ । এঁদের রাজৎব যখন ছিলো তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । দ্বাপর যুগ থেকে অন্য ধর্ম শুরু হয় । সৎযযুগে মানুষও অল্পসংৎযক থাকে । এখন তো অনেক ধর্ম হওয়ার কারণে মানুষ কতো দুঃখী হয়ে গেছে । ওই দেবতা ধর্মের যাঁরা, তাঁরা পতিত হওয়ার কারণে নিজেদের আর দেবতা বলে না । হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে । হিন্দু তো কোনো ধর্ম নয় । বাবা বোঝান - রাবণ তোমাদের এমন করে দিয়েছে । তোমরা যখন উপযুকত দেবী - দেবতা ছিলে, তখন সর্ম্পূণ বিশ্বে তোমাদের রাজৎব ছিলো, সবাই সুখী ছিলো । এখন সবাই দুঃখী হয়ে গেছে । ভারত স্বর্গ ছিলো, এখন তা নরক হয়ে গেছে, এবার বাবা ছাড়া আর কেউই এই নরককে স্বর্গ বানাতে পারে না । দেবতাদের সর্ম্পূণ নির্বিকারী বলা হয় । এখানকার মানুষ তো সর্ম্পূণ বিকারী, এদের বলা হয় পতিত । ভারত শিবালয় ছিলো, যা শিববাবার দ্বারা স্থাপনা হয়েছিলো । বাবা স্বর্গ বানান, রাবণ আবার নরক তৈরী করে । রাবণ অভিশাপ দেয়, আর বাবা ২১ জন্মের জন্য আর্শীবাদ করেন । এখন তোমরা প্রৎযেকেই এক বাবাকে স্মরণ করো, কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না । দেহধারীকে ভগবান বলা হয় না । ভগবান তো একজনই । বাবা তো অসীম জগতের উৎতরাধিকার প্রদান করেন, তারপর রাবণ তোমাদের অভিশপ্ত করে । এই সময় ভারত অভিশপ্ত, খুব দুঃখী । এখন এই রাবণকে জয় করতে হবে । এমন গায়নও আছে - দান করলে গ্রহণ দোষ কাটে । ওই গ্রহণ যা হয়, তা তো পৃথিবীর উপর প্রতিচ্ছায়া । বাবা এখন বলছেন - তোমাদের উপর পাঁচ বিকার রূপী রাবণের গ্রহণ আছে । এই পাঁচ বিকারকে দান করে দিতে হবে । প্রথম তো এই দান করো যে, আমরা কখনো বিকারে যাবো না । এই কাম কাটারিই মানুষকে পতিত করে ।আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আৎমাদের পিতা তাঁর আৎমা রূপী

বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবা যে জ্ঞান প্রদান করেন, তা সর্ম্পূণ মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে । জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের সাহায্যে নিজের ৮৪ জন্মকে জেনে এখন এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে হবে ।

২) রাবণের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে । পাঁচ বিকারের দান করতে হবে । এক বাবার মতেই চলতে হবে ।

বরদানঃ- নিজের স্মৃতি, বৃত্তি আর দৃষ্টিকে অলৌকিক বানিয়ে সর্ব আর্কষণ থেকে মুক্ত ভব

বলা হয় - "যেমন সঙ্কল্প, তেমন সৃষ্টি", নতুন সৃষ্টি রচনার নিমিত্ত যে বিশেষ আত্মারা আছে, তাদের এক একটি সঙ্কল্প শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অলৌকিক হওয়া উচিত । স্মৃতি - বৃত্তি এবং দৃষ্টি, এই সব যখন অলৌকিক হয়ে যায়, তখন এই দুনিয়ার কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুই আকৃষ্ট করতে পারে না । যদি আর্কষণ করে, তাহলে মনে করতে হবে, অলৌকিকতায় ঘাটতি আছে ।অলৌকিক আত্মারা সর্ব আর্কষণ থেকে মুক্ত হবে ।

স্লোগানঃ- হৃদয়ে পরমাত্ম প্রেম বা শক্তি যদি মিশে থাকে তাহলে মনে অস্থিরতা আসতে পারবে না ।